সাড়া জাগালো সিটিআইটি মেলা ২০১০

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বিসিএস কম্পিউটার সিটিতে নবমবারের মত অনুষ্ঠিত হল দেশের সর্ববৃহৎ কম্পিউটার মেলা সিটি আইটি মেলা ২০১০। মেলা উদ্বোধনের আগে মেলা সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জানাতে ২৬ জানুয়ারি ২০১০ জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিসিএস কম্পিউটার সিটির সভাপতি মজিবুর রহমান, সহসভাপতি নাজমুল আলম, মিডিয়া কমিটির আহ্বায়ক এ কে এম মাহমুদুল হাসান, পৃষ্ঠপোষক প্রতিনিধিসহ সিটি কমিটির অনেকে। মেলা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন মেলার আহ্বায়ক এ এস এম আবদুল মুক্তাদির।

সিটি আইটি মেলা ২০১০ নানা কারণেই ছিল ক্রেতা-দর্শকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। মেলায় ছিল সর্বশেষ প্রযুক্তির সর্বাধিক পণ্যের সমাহার ও সর্বোচ্চ ছাড়ের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে নানা ধরনের পুরস্কার। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত ২৮ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার মেলাটি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন আমাদের সবার। ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে আমরা চাইছি একটি দেশ যেখানে সব ধরনের কাজ ডিজিটাইজড হবে এবং আমরা ই-কমার্সের সুবিধা পাব, প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করতে পারব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম চলছে। অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আফতাব-উল-ইসলাম বলেন, ডিজিটাল জাতি গড়তে প্রযুক্তির প্রয়োজন অনেক বেশি। এ জন্য এ ধরনের মেলার ভূমিকা অনেক। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোস্তফা জব্বার প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়সমূহ অর্থমন্ত্রীর কাছে বাস্তবায়নের দাবি জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এটিএন বাংলার প্রধান উপদেষ্টা সাইফুল বারী। বিসিএস কম্পিউটার সিটির সভাপতি মজিবুর রহমান স্বপন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, কম্পিউটারকে হাতের মুঠোয় পৌঁছাতে পারলে ডিজিটাল বাংলাদেশ লক্ষ্যে পৌঁছা সহজ হবে। এক্ষেত্রে বিসিএস কম্পিউটার সিটি ডিজিটাল বাংলাদেশ লক্ষ্য বাস্তবায়নে একাত্ম থাকবে। বিসিএস কম্পিউটার সিটির সাধারণ সম্পাদক ও এবারের মেলার আহ্বায়ক এ এস এম আব্দুল মুক্তাদির অনুষ্ঠানে সবাইকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি এবং বিসিএস কম্পিউটার সিটির সঙ্গে সংশি-ষ্ট অনেকে।

২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে এ মেলা চলে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সকাল ১০টায় শুরু হয়ে প্রতিদিন মেলা চলে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। মেলার প্রবেশ মূল্য ছিল ১০ টাকা, তবে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য ছিল বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ। এছাড়া প্রতিবন্ধীরা যাতে নির্বিঘ্নে মেলা ঘুরে দেখতে পারে এজন্য ছিল বিশেষ ব্যবস্থা। মেলার প্রবেশের মোট টিকেটের ওপর ছিল র‌্যাফেল ড্র, যাতে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ছিল গাড়ি, দ্বিতীয় পুরস্কার ল্যাপটপ এবং তৃতীয় পুরস্কার ডেস্কটপ

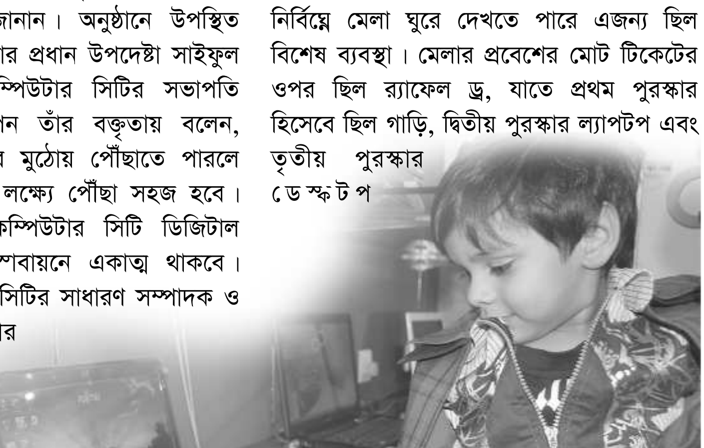

কম্পিউটারসহ মোট দশটি পুরস্কার।

এবারের সিটিআইটি মেলায় ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, নোটবুক কিংবা নেটবুক কম্পিউটারের ক্ষেত্রে ছিল আকর্ষণীয় মূল্য ছাড়। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ছিল তারকাদের নিয়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বির্তক প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। কম্পিউটার সিটির সঙ্গে স্যামসাং যৌথভাবে ডিজিটাল ছবি তোলার প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল। ছবির বিষয়বস্তু ‘আমার ভালোবাসা আমার বাংলাদেশ’। এছাড়াও আইসিটি সেক্টরে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ৩ জন বিশিষ্ট এবং সফল ব্যক্তিত্বকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। সামাজিক কর্মকা হিসেবে মেলায় প্রতিদিন ছিল রক্তদান কর্মসূচী। ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় নকআউট ভিত্তিতে বির্তক প্রতিযোগিতা।

এবারই প্রথম পুরো মেলাপ্রাঙ্গন তারহীন উচ্চগতির ইন্টারনেট ওয়াইম্যাক্সের আওতায় আনা হয়। দর্শনার্থীদের জন্য ছিল ফ্রি ইন্টারনেট ব্যাবহারের সুযোগ। বিশেষ করে শুক্রবার ছুটির দিনে সারা দিনই মেলায় দর্শকদের ভিড় ছিল। এবারের মেলার আহ্বায়ক এ এস এম আব্দুল মুক্তাদির সি নিউজকে জানান, মেলার প্রথম শুক্রবার মোট ১০ হাজার দর্শনার্থীর উপস্থিতি ছিল যার মধ্যে ৭ হাজার দর্শনার্থী টিকেট কেটে মেলায় প্রবেশ করেন। মোট ১৫৭টি প্রতিষ্ঠান এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। এ বছর আয়োজকরা দেশের বাইরের ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে মেলায় অংশগ্রহনের সুযোগ প্রদান করেন। জনাব মুক্তাদির সি নিউজকে আরো জানান, আগামীতে বহিরাগত ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিসিএস কম্পিউটার সিটি ভবনের উপরের তলায় বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

আগের যে কোনো বারের তুলনায় এবারের মেলায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ছিল বিশেষ আকর্ষণীয় সব অফার। পণ্য কিনলে স্ক্র্যাচ কার্ডে বিদেশযাত্রার টিকিটসহ ছিল নানা পুরস্কার। গে-বাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড বিভিন্ন মডেলের ব্রাদার প্রিন্টারে দিয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। স্মার্ট টেকনোলজিস স্যামসাং প্রিন্টারে দেয় স্ক্র্যাচ কার্ড। এতে টিভি, মোবাইল ফোনসেট, ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি পুরস্কার ছিল। তোশিবার ল্যাপটপ কিনলে মাইক্রোসফটের তারহীন মাউস দেয়া হয়। মেলায় সবচেয়ে কম দামে ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ দেয় রিশিত কম্পিউটার্স লিমিটেড। মাত্র ২৩ হাজার টাকায় ল্যাপটপ এবং ১২,৯৯৯ টাকায় ডেস্কটপ কম্পিউটার বিক্রি করা হয়। সঙ্গে জ্যাকেটও দেয়া হয়। স্পিড টেকনোলজিস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড বেলকিনের বিভিন্ন পণ্যের সাথে উপহার হিসাবে দেয় সানগ-াস, ব্যাগ ও হাতঘড়ি ।

আসুস ল্যাপটপের সঙ্গে ছিল ‘স্ক্র্যাচ অ্যান্ড উইন’ অফারে ক্রেতাদের সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকার সমমানের গিফট ভাউচার, ঢাকা-ব্যাংকক-ঢাকা এয়ার টিকিট। গে-াবাল ব্র্যান্ড থেকে একটি আসুস ল্যাপটপ কিনলে সঙ্গে উপহার হিসেবে ছিল ২ হাজার টাকায় কিউবি ওয়াইম্যাক্স মডেম কেনার সুযোগ। এছাড়াও আসুসের ইউএক্স৩০ মডেলের ল্যাপটপে উপহার ছিল এক্সটার্নাল স্-িম ডিভিডি রাইটার, ডেল ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ ক্রেতাদের জন্যও ছিল বিশেষ মূল্যছাড়। আসুসের পিসি কিনেও ক্রেতারা পেয়েছেন বিশেষ ছাড়, বাড়তি সুযোগ হিসেবে ছিল ঢাকা থেকে মালয়েশিয়ায় আপ এন্ড ডাউন এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এলজি মনিটরে বিশেষ ছাড় এবং ব্রাদার প্রিন্টারে ছিল সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা পর্যন্ত নগদ মূল্যছাড়।

ক্যানন তাদের সব ধরনের ক্যামেরায় দেয় সর্বোচ্চ ২ হাজার টাকা পযর্ন্ত ছাড়, সাথে ছিল তাৎক্ষণিক গিফট। মেলা শেষে ক্রেতাদের থেকে ড্র-র মাধ্যমে জয়ীদের দেয়া হয় পুরস্কারস্বরূপ এয়ার টিকেট, ল্যাপটপ, ডিজিটাল ক্যামেরা ও প্রিন্টার। এ মেলা উপলক্ষে এইচপি ও তোশিবা নিয়ে আসে নতুন মডেলের সব ল্যাপটপ, সাথে ছিল বিশেষ ছাড়। গিগাবাইট প্রদর্শন করেছে নতুন মাদারবোর্ড ও গ্রাফিক্স কার্ড। স্যামসাং নিয়ে আসে দুটি নতুন ডিজিটাল ক্যামেরা ও নতুন মডেলের ৩২০ এবং ৫০০ গিগাবাইট এক্সটারনাল হার্ডডিস্ক। স্মার্ট টেকনোলজিসের গ্যালারী থেকে যে কোন পণ্য কিনে ক্রেতারা পেয়েছেন বিশেস মূল্যছাড়। কম্পিউটার সিটির তৃতীয় তলার খোলা জায়গায় (টেরেসে) সফটঅয়্যার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পণ্যের প্রদর্শনী চলে মেলা জুড়ে।

এ মেলায় স্পন্সর হিসেবে ছিল আসুস, বেলকিন, ব্রাদার, টুইনমস ও ভিউসোনিক। মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল এটিএন বাংলা, রেডিও টুডে ও ইত্তেফাক এবং ওয়েব পার্টনার বিডিজবস ডট কম।

- হাসান কুকু নাঈম